৪০.৩ ঃ মানুষ — পরিবেশ ও তার উন্নয়ন (Human, Environment & Development)

পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা গত তিন দশক যাবৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। মূলতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বহু-মানুষ-পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতা গঠনের সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নগরায়ণ, বৈজ্ঞানিক তথা প্রযুক্তিগত উন্নয়ণ, উন্নতমানের জীবনযাত্রা যে আমাদের চতুর্দিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আজ আঞ্চলিক পরিবেশগত সমস্যাও আন্তর্জাতিক সমস্যাও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য পেয়েছে কারণ দূষণ সীমান্ত, দেশকালের বেড়া অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা জীবজগতে যথেষ্ট ক্ষতি করছে, যেমন অত্যাধিক বায়ু দূষণের ফলে ফ্রান্সে যে শুধু 'Acid Rain' হচ্ছে তা নয় প্রতিবেশী দেশেও তার প্রভাব পড়েছে। যা ভূগর্ভস্থ জল, মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণী এবং বণভূমির ক্ষতিসাধন করছে। CFC (chlorofluorocarbon) গ্যাস বা ফ্রিজ, এসি মেশিন এবং শিল্প সংস্থার বিভিন্ন কাজে লাগে তার অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন পৃথিবীর ওজোন স্তরকে (Ozone) ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই ওজোন স্তর পৃথিবীতে অতি বেগুণী রশ্মির (ultraviolet rays) থেকে রক্ষা করে। ফলে ওজোন স্তরে ভারসাম্য নষ্ট হলে তা সমস্ত জীবজগতের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকারক। ইদানীং এই বিষয়গুলি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা ক্রমশঃ গুরুত্ব অর্জন করছে। এ যাবৎকাল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিরাপত্তা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনা মুখ্য স্থান নিলেও, পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির দরুণ এটি আজ বহু আলোচিত একটি বিষয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মূলক একটি সংস্থা স্থাপনের

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে। 1913 সালে সতেরোটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র Consultative Commission for the International Protection গঠনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলা সংস্থাটি কার্যকরী ভূমিকা নিতে সফল হয় নি; তা সত্ত্বেও এটি প্রথম আন্তঃ সরকারী সংস্থা যা প্রকৃতির সার্বিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে (Comprehensive protection of nature) স্থাপিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে 1949 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সম্মেলন আয়োজন করে (United Nations Scientific Conference on the Conservation and Utilization of Resources) এই সম্মেলনের। যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪০.৩.১ ঃ Biosphere Conference : 1968

1968 সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে আন্তঃসরকারী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং তার সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মত বিনিময় করেন। এই আলোচনাতে আন্তর্জাতিক পরিবেশনীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব অর্জন করে। তাই প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে আগামী দিনে মানুষ তথা জীবজগত যে এতে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা UNESCO-র নেতৃত্বে এই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে প্রয়াসী হয়। পূর্ববর্তী সম্মেলনের মত এই সম্মেলন শুধু মাত্র দৃষ্টিভঙ্গী বা মত বিনিময়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। এখানে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি ভবিষ্যতের জন্য প্রায় কুড়িটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। শুধু তাই নয় বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এজন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবা হয়েছিল। কারণ বৈজ্ঞানিক তথা প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশে পরিবেশগত ভারসাম্য যদি বিনষ্ট হয় তাহলে সভ্যতার সংকট অনিবার্যভাবে দেখা দেবে। এই সম্মেলনের সমাপ্তি পর্যায়ে একটি বিবৃতিতে (Final Report) মানুষ নির্মিত পরিবেশগত সম্পর্ক এবং তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিষয়ে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন দেখা গিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে এ যাবৎকাল পরিবেশগত বিষয়ে কোন সামগ্রিক নীতি গৃহীত হয়নি সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে এবং জনগণের মধ্যেও সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সচেতনতা থেকে মানুষ ভবিষ্যতে পরিবেশ সংরক্ষণের নিজ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় তথা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ পরিবেশ সংরক্ষণ তথা সচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অতীতের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে এসে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

"Until this point in history the nations of the world have lacked considerable, comprehensive policies for managing the environment... Although changes have been taking place for a long time, they seem to have reached a threshold recently that has made the public aware of them. This awareness is leading to concern, to the recognition that to a large degree, man now has the capability and responsibility to determine and guide the future of his environment, and to the beginnigs of national and international corrective action. It

Scanned by CamScanner

has become clear, however, the earnest and bold departures from the past will have to be take nationally and internationally if signifcant progress is to be made."

অর্থাৎ এই Biosphere সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কাঠামোগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন পরিবেশ বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী একটি সচেতনতা গড়ে উঠতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ব্যতীত পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপক দায়িত্ব পালন সম্ভবপর নয় এই বিষয়েও একটি ঐক্যমত্য গঠিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে 1949 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত সম্মেলন থেকে 1968 এ Biosphere সম্মেলনে এই দুই দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবেশ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তবে একথাও ঠিক যে, প্রতিটি রাষ্ট্র পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত একথা মানলেও সকলে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতো না। শুধু তাই নয়, সমস্যার কারণ এবং সমাধানের পদ্ধতি নিয়েও একটা মত পার্থক্য বজায় ছিল। যেহেতু পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা এবং তা সংরক্ষণের প্রাথমিক উদ্যোগ উন্নত দেশগুলির দিক থেকেই প্রথম এসেছিল তাই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলির ধারণা হয়েছিল যে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যেই পরিবেশ সংরক্ষণের উপর উন্নত দেশগুলি অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে— এটা তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী কোন পদক্ষেপ। এতে উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল রপ্তানিকারকের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে এবং আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ তথা জাপান উৎপাদিত পণ্য তৃতীয় বিশ্বের বাজারে সহজেই উচ্চদামে বিক্রীত হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং পরিবেশ দূষণের জন্য পঁজিবাদী দেশগুলিকেই মূলতঃ দায়ী করেছিল। এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য দিয়েছিল, এর থেকেই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং 1972 সালে সুইডেনের স্টকহোমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি মানব পরিবেশ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল।

৪০.৩.২ ঃ Stockholm Conference : (United Nations Conference on the Human Environment)

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনেই প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেছিল। এ যাবৎ এই সমস্যা জাতি রাষ্ট্রের সীমানা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু এই সম্মেলনে এই সমস্যার আন্তর্জাতিক চরিত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তা সমাধানেও পরিবেশ সংরক্ষণে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবা হয়।

প্রায় দু বছরের কঠিন পরিশ্রম, উদ্যোগ তথা ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে 1972 সালের জুন মাসে সুইডেনের স্টকহোম শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, জৈবজগত তথা পরিবেশে মানুষের প্রভাব এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিকে সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করা হয়েছিল, এই দুটি ভিন্ন মতকে একস্থানে আনার জন্য এবং মত পার্থক্য দূর করার জন্য একটি নতুন মত গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। এই মত অনুযায়ী, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান হল পরিবেশের সঠিক সংরক্ষণ।

সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলাফ নাম তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন যে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি বলেছিলেন যে, এই সত্যকে কখনো অস্বীকার করা যাবে না যে উন্নত দেশের একজন মানুষ উন্নয়নশীল দেশের একজন মানুষের তুলনায় ত্রিশগুণ বেশী এই পৃথিবীর সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে থাকে।

Scanned by CamScanner

এই তথ্য থেকেই অসাম্যের প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে যায়। কারণ, প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান এবং তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যকে প্রথম বিশ্বের শোষণ আরো প্রকট করে তোলে।

ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং দারিদ্রকে মূল সমস্যারূপে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, "Many of the advanced countries of today have reached their present affluence by their domination over other races and countries, the exploitation of their own masses and own natural resources. They got a head start through sheer ruthlessness, undisturbed by feelings of compassion or by abstract theories of freedom, equality or justice." অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, উন্নত দেশসমূহ আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে যেভাবে আজ উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছতে সফল হয়েছে সেখানে প্রকৃত সাম্য স্বাধীনতা বা ন্যায়বিচারের কোন মূল্য নেই। অধিকাংশ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ শ্রীমতী গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হয়েছিল। এই মতাদর্শগত পার্থক্য সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মেলনের সাধারণ সচিব Maurice Strong-এর কূটনৈতিক দক্ষতার জন্য তা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেনি।

এই সম্মেলনে ১১৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেক প্রতিনিধি সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট নীতি ঘোষণায় এবং একটি পরিকল্পনা গ্রহণে ঐক্যমত পোষণ করেছিল এটাই ছিল এই সম্মেলনের বিশেষ সাফল্য।

স্টকহোম সম্মেলনটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সম্মেলনের থেকে আলাদা ছিল। **প্রথমতঃ** এই সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব থেকেই লক্ষ করা গিয়েছিল যে, সম্মেলনের মুখ্য দায়িত্বে যারা ছিলেন, তাঁরা সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু কিছু নীতি ঘোষণা নয় তার যথাযথ বাস্তবায়ন এখানে তাৎপর্য পেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। কারণ বিবিধ দেশ এখানে অংশ নিলে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু মতাদর্শগত পার্থক্যও এখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই পার্থক্য বা দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রভেদ সত্ত্বেও যাতে একটি কার্যকরী সমাধানসূত্র পাওয়া যায় সে জন্য প্রত্যেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ দেখা গেছে এই সম্মেলনে বহু Non Governmental Organisation বা বে-সরকারী সংস্থা যোগ দিয়েছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিটি সম্মেলনেই বে-সরকারী সংস্থা যোগদান করলেও এই সম্মেলনে তাদের সংখ্যা, বৈচিত্র্য এবং উপস্থিতির হার ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চতুর্থত ঃ এই সম্মেলন যে সাফল্য অর্জন করেছিল সেখানে দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই সম্মেলনে নেতৃত্ব, দক্ষতা এবং কূটনৈতিক পারদর্শিতার প্রতিফলন ঘটেছিল। তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাও আগামীদিনে লক্ষ করা গেছে।

স্টকহোম সম্মেলনে মূল্য আলোচ্য বিষয়গুলিকে মূলতঃ ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। যেমন

1. Planning and Management of Human Settlements for Environmenttal Quality;
2. Environmental Aspects of Natural Resources Management;
3. Identification and Control of Pollutants and Nuisances of Broad International Significance;
4. Educational, Informational, Social and Cultural Aspects of Environmental Issues;

Scanned by CamScanner

5. Development and Environment;

6. International Organizational Implications of Action.

উপরোক্ত এই ছয়টি বিষয়ে সম্মেলনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছিল এবং সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। (109 recommendations) এই সম্মেলনের সাফল্যকে সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, "the formal putput of the conference consisted of the Declaration on the Human Environment, the Declaration of Principles, Recommendations for Action and the Resolution on Institutional and Financial Arrangements!!" অর্থাৎ এথেকে বোঝা যায় যে উদ্দেশ্যে সম্মেলনের আয়োজন, তা বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, জৈবজগত একটি আলোচনার বিষয় হিসাবে বৈধতা অর্জন করে এবং এ বিষয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ তাৎপর্য পায়, (The primary accomplishment of the United Nations Conference on the Human Environment was the identification and legitimization of the biosphere as an object of national and international policy) শুধু তাই নয়, এই সম্মেলহৈ প্রথম বায়ু দূষণ, জলদূষণ, সমুদ্র এলাকায় দূষণ রোধে যথাযথ চিন্তাভাবনার উন্মেষ দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী যা আজ পরিবেশ দূষণের ফলে অবলুপ্তির পথে সেগুলিকে যাতে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় সে জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে এই সম্মেলনটি যথেষ্ট সফল হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। আগামী দিনে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সচেতনতা গঠনেও সামগ্রিক নীতি গ্রহণে বিশেষ সফল হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া নয় যৌথভাবে তার সমাধানেও আন্তর্জাতিক সমাজ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তা আগামী পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়েছিল।

1972 সালে এই স্টকহোম সম্মেলনেই অর্থনৈতিক উন্নয়ণ এবং পরিবেশের অবনতি যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়েছে। এই সম্মেলনের অল্পদিন পরেই United Nations Environment Programme (UNEP) গৃহীত হয়। যদিও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবেশের উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়নি। আগামীদিনে পরিবেশ আরো দূষিত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই আগামীদিনে ব্রাজিলের Rio-de-Janeiro শহরে পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন হয়েছিল।

৪০.৩.৩ ঃ Rio Summit : [Earth Summit]

1972 সালে স্টকহোম সম্মেলনের কুড়ি বছর পরে ব্রাজিলের রিও-ডি-জোনিরো (Rio-de-Janeiro) শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ Earth Summit এর আয়োজন করেছিল। জাতিপুঞ্জ চেয়েছিল, রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের যে পথ নিয়েছে তা যেন পুনর্বিবেচনা করে দেখে। পৃথিবীতে অত্যাধিক দূষণ যে কি পরিমাণ বিপদ সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলাও এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নানা পেশায় যুক্ত বহু মানুষ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, নতুন প্রজন্মের নিকট একটি বাসযোগ্য পৃথিবী উপহার দেওয়া, যেখানে মুক্ত বাতাস, নির্মল আকাশ ও স্বচ্ছ, দূষণ মুকত জল থাকবে। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হলে মানুষের চিন্তাধারা এবং ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যিক ছিল। তাই শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নয়, সাধারণ মানুষের যোগদানও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রায় দশ হাজার সাংবাদিক এই সম্মেলনে যোগদান এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এই সম্মেলনের আলোচনা এবং অগ্রগতি, গৃহীত নীতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল।

এই সম্মেলনে প্রতিটি রাষ্ট্রকে একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে বলা হয়েছিল তা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের

Scanned by CamScanner

তাগিদে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করা যাবে না। শুধু তাই নয়, শিল্পাঞ্চলে বর্জ্য দূষিত পদার্থ যাতে কোন ভাবে পরিবেশে দূষিত না করে সেই বিষয়টিও বিশে, লক্ষ রাখতে হবে। তাছাড়া, সঞ্চিত জ্বালানী বা খণিজ সম্পদ নিঃশেষ না করে বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যানবাহনে ধোঁয়া থেকে শহরাঞ্চলে যে প্রচন্ড বায়ুদূষণ তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এজন্য সীসামুক্ত পরিশোধিত জ্বালানী বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক। এই কারণে, প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রগুলিকে আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

রিও সম্মেলনে ১০৮টি দেশের প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সম্মেলনে উন্নয়নের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনটি বিষয়ে এই দেশগুলি ঐক্যমতে উপনীত হয়।

প্রথমত ঃ Agenda 21— বিশ্বব্যাপী একটি সামগ্রিক কার্যসূচী যা Sustainable development বা ধারাবাহিক উন্নয়নের স্বার্থে একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত ঃ Rio Declaration on Environment and Development এটি কিছু নীতির সমষ্টি সেখানে রাষ্ট্রের অধিকার এবং দায়িত্বের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ The Statement of Forest Principles — বনভূমির ক্রমোন্নয়ন এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এখানে কিছু নীতি গৃহীত হয়।

Agenda 21 : এই কার্যসূচী বিশ্বের বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কিভাবে করা সম্ভব সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে Agenda 21 এ কিছু কার্যকরী প্রস্তাব আছে, যেমন— দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদন তথা ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ, জনসংখ্যার গতিশীলতা বিশ্লেষণ ইত্যাদি। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সমুদ্র, বায়ুমন্ডলের দূষণ রোধ এবং অরণ্যের সম্পদ রক্ষা করা ইত্যাদিও Agenda 21 এর কার্যসূচীর অন্তর্গত।

বিভিন্ন রাষ্ট্র এ বিষয়ে একমত হয় যে, "the integration of environment and development concerns will lead to the fulfillment of basic needs improved standards for all, better protected and better managed ecosystems and a safer and a more prosperous future. No nation can achieve this on its own." এথেকে বোঝা যায় (Agenda 21) এর মূল বিষয় ছিল পরিবেশের সংরক্ষণ সহ জীবজগতের প্রভূত ক্ষতিসাধন রোধ করা। এই বিষয়ে জাতিরাষ্ট্রগুলি যৌথভাবে এগিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যতের পরিবেশে আগামী প্রজন্মকে যাতে নিরাপদে রাখা যায় সে বিষয়ে তাদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। এজন্য বিশ্বব্যাপী সহমত গঠন এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থাকা একান্ত আবশ্যক। Agenda 21 এর কার্যসূচীকে বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারকে, তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা থাকাও এজন্য প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

Agenda 21 এর কর্মসূচীকে উন্নয়নশীল দেশে বাস্তবায়িত করতে হলে অর্থনৈতিক সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কারণ অর্থনীতিতে এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে পরিবেশ সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে তা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ— উন্নয়ণশীল দেশের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করা কঠিন তাই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিতে হবে। যে সব দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বা Economic Transition চলছে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ পরিবেশ উন্নয়নের বা সংরক্ষণের স্বার্থে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করা কাম্য নয়। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা উচিত। যেহেতু এটি একটি

Scanned by CamScanner

Dynamic programme বিভিন্ন পরিস্থিতি, বিভিন্ন সমস্যা এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর যথাযথ প্রয়োগ এই কার্যসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করবে।

৪০.৩.৪ ঃ Rio-সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী (The Rio Declaration on Environment and Development)

Rio সম্মেলনের এই ঘোষণায় যে নীতিসমূহ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল সেখানে Agenda 21 এর মূলক বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। Agenda 21 এ উল্লিখিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নে জাতিরাষ্ট্র কি ভূমিকা নেবে; তাদের দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি এখানে তাৎপর্য পেয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা এবং জনগণের মধ্যে সহযোগিতার একটি নতুন মাত্রা যোগ করা এই সম্মেলনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যে পৃথিবী আমাদের প্রত্যেকের বাসস্থান তার পরিবেশ যদি দূষিত হয় এবং ভারসাম্য নষ্ট হয় তার কু প্রভাব প্রতিটি অঞ্চলে পড়বে। তাই নিজেদের উন্নয়ণের তাগিদে পরিবেশের ক্রম অবনতি কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। এখানে প্রত্যেকে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল তাই শুধু নিজ স্বার্থ বা উন্নয়ণ নয় সামগ্রিক স্বার্থ এখানে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

৪০.৩.৪.১ ঃ এই ঘোষণার কয়েকটি মূল নীতি নিম্নরূপ ঃ

- মানুষ ব্যতীত উন্নয়ণ সম্ভবপর নয়, মানুষের জন্যই তবে তা প্রকৃতির পক্ষে সহায়ক হবে তাকে ধ্বংস করে যে উন্নয়ণ তা ভবিষ্যতে বিপদের সৃষ্টি করবে।
- Sustainable development বা ধারাবাহিক উন্নয়ণের স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি অন্যতম শর্ত।
- প্রতিটি রাষ্ট্র এবং প্রত্যেক জনগণকে দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ হবে এটি ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উন্নত মানের জীবন যাপন করতে পারবে।
- একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রকে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত করবে, মানবদেহে ক্ষতি হয় এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা থেকে রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহত করতে হবে।
- পরিবেশের উন্নয়ণসাধনে মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এজন্য বিশেষ প্রয়োজন।
- একটি রাষ্ট্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা গেলে অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমাজকে এজন্য সহায়তার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।
- শান্তি, উন্নয়ণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এই তিনটি বিষয় একটি অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং অবিভাজ্য।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, তা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে উদ্যমী হতে হবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী তার নিষ্পত্তি করবে।

এই আলোচিত নীতিগুলি Rio গৃহীত হয় এবং এর মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে জাতিপুঞ্জ সক্রিয় হয়। এই নীতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় এই নীতি বা ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি সমস্যা বিষয়ে যে সচেতন তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

Scanned by CamScanner

৪০.৩.৪.২ ঃ বনজসম্পদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতি (The Statement of Forest Principles)

বনভূমি তথা বনজ সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং তাকে সঠিকভাবে পরিচালনের জন্য Rio সম্মেলনে কিছু নীতি বা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যদিও এগুলি কোন আইনী প্রস্তাব ছিল না তা সত্ত্বেও বনভূমিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজ একটি ঐক্যমত্যে উপনীত হয়েছিল। (The non-legally binding statement of principles for the sustainable management of forests, was the first global consensus reached on forests)

এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে সকল রাষ্ট্র, মূলতঃ উন্নত রাষ্ট্রসমূহ এই বিশ্বে সবুজায়নকে (green the world) আরো প্রসারিত করতে মুখ্য ভূমিকা নেবে। শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয় আরো অরণ্য গড়ে তুলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের অগ্রণী হতে হবে।

প্রতিটি রাষ্ট্র তার আর্থ সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী অরণ্য গড়ে তোলার অধিকারী— নিজ জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য রাষ্ট্রকে সচেতন ভূমিকা নিতে হবে। এই কারণে তাকে অর্থনৈতিক সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বিশেষভাবে এগিয়ে আনতে হবে।

Rio সম্মেলনে Agenda 21 সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও উপরোক্ত ঘোষিত নীতিগুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্মেলন থেকে ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া যাতে অব্যাহত থাকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে শুধু রাজনৈতিক সদিচ্ছা নয়। নৈতিক এবং সামাজিক গড়ে তোলার বিষয়েও এই সম্মেলনে বিবিধ আলোচনা হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশে 66% মরুভূমি অঞ্চল, সেখানে কৃষিজমিও যাতে আগামী দিনে পরিবেশ দূষণের ফলে মরুভূমিতে পর্যবসিত না হয় সেজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যত হয়েছে। এখানেই Rio সম্মেলনের সাফল্য।

আগামীদিনে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য এবং Agenda 21 এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 1993 সালে UN Commission Sustainable Development গঠন করে। প্রতি বৎসর এই কমিশন Rio সম্মেলনের ঘোষণা কতটা বাস্তবায়িত হল তা পর্যালোচনা করে এবং রাষ্ট্রগুলিকে প্রয়োজনমত মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করে থাকে। প্রতিটি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে তার সমাধান কল্পে এই কমিশন উদ্যোগ নেয়। যেমন স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ, বনভূমি, কৃষিভূমি, জৈবজগত, বায়ুমন্ডল, সমুদ্র, মহাসাগর, মরুভূমি, পার্বত্য অঞ্চল এভাবে বিভিন্ন বিভাগের নির্দিষ্ট সমস্যা আলোচনা এবং তা সমাধান কল্পে এই কমিশন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

Rio সম্মেলনের পাঁচ বছর পর 1997 সালে নিউ ইয়র্ক শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন বসেছিল যেখান জাতিরাষ্ট্রগুলি অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল যে, বিগত পাঁচ বছর সরকার বাণিজ্য গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক সংগঠন, মহিলা সংগঠনগুলি পরিবেশ দূষণ রোধে নিজেদের দায়িত্ব পালনে কতদূর সফল হয়েছে? বাস্তবে পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে যে কিছুটা সাফল্য পাওয়া গেলেও, সম্মেলনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এখনও সম্ভবপর হয়নি।

পরবর্তী সময়ে 2002 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রম হ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে একটি ভারসাম্য গড়ে তোলা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা এর একটি উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া Agenda 21 এ গৃহীত, ধারাবাহিক উন্নয়নের জন্য যে কার্যকরী আলোচনা হয়েছিল, সেগুলি বাস্তবায়নে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এই সম্মেলনে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। উন্নয়নের জন্য

Scanned by CamScanner

ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সামগ্রিক আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ে, ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে পরিবেশ সমস্যাকে বিশ্লেষণ এবং বাস্তবানুগ সমাধান গ্রহণ এই সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই সম্মেলনেও রাষ্ট্রীয় অরাষ্ট্রীয় সংস্থা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, মহিলা সংগঠন, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, শিল্প গোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে যোগ দেয়। বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরে সেগুলি সমাধান কল্পে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং কথোপকথনের (Dialogue) এর উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে Rio Summit থেকেই Sustainable development বা ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা, রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল এবং সফল করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, তার যথাযথ বিশ্লেষণ ইত্যাদির বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কার্যসূচীকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব এককভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে পালন করা যে সম্ভব হবে না সেটা জাতিপুঞ্জ উপলব্ধি করেছিল— তাই এ বিষয় অরাষ্ট্রীয় সংস্থাকে (NGO) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

উপসংহারে বলা যায়, ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহ যদি Agenda 21 এর এবং ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগ নেয় সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিয়েছে। তাই, এই সময়ে যেটা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তা হল সচেতনতা গঠন করে জনগণের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। পরিবেশ সচেতনতা এই শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে আগামী প্রজন্মকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল মানসিকতা গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে, মানবসভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে, সুস্থ মন এবং সুস্থ দেহ গঠনের প্রয়োজনে পরিবেশ সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক তবেই উন্নয়নে ধারাবাহিকতা থাকবে, তা স্থিতিশীল হবে এবং মানবসভ্যতা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

Scanned by CamScanner